"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের দুয়ারে কেউ এলে তাকে কিছু না কিছু জ্ঞান ধন দান করতে হবে, প্রথমে ফর্ম ভরাও তারপর দু'জন বাবার পরিচয় দাও"

*প্রশ্নঃ - জাদুকর বাবার কাছে কোন্ জাদু রয়েছে?

*উত্তরঃ - জাদুকর বাবার জাদু দেখো -- এত উচ্চ পিতা বলেন, আমি তোমাদের সেবার জন্য এসেছি, আমি তোমাদের সন্তানও হয়ে যাই। বাচ্চারা, তোমরা যখন আমার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে যাও তখন আবার আমি তোমাদের কাছে ২১ জন্মের জন্য বলিপ্রদত্ত হয়ে যাই। এও হলো ওয়ান্ডারফুল কথা। বাবা কত প্রেমপূর্বক তোমাদের পড়াশোনা করান। তোমাদের সমস্ত মনোকামনা পূরণ করেন। তোমাদের কাছ থেকে কোনো ফি'জ (পারিশ্রমিক) ইত্যাদি নেন না। ওঁনাকে বলা হয় -- নিপুণ-বিনোদনকারী।

*গীতঃ- যে পিয়ার সাথে আছে....

ওম্ শান্তি । প্রিয়তম আর উত্তরাধিকার। যে প্রিয়তমের সঙ্গে থাকে তারজন্যই বর্ষণ হয়। কোন্ প্রকারের? একে জ্ঞান বর্ষণ বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানবর্ষণ কে করেন? জ্ঞানের সাগর। এখন এই গান যারা গেয়েছে অথবা তৈরী করেছে তারা তো কিছুই জানেনা। তোমরা হলে লাকি (সৌভাগ্যশালী) জ্ঞান নক্ষত্র। তোমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান হয়েছো, সে'জন্য তোমাদের জ্ঞান-নক্ষত্র বলা হয়ে থাকে। বাবার থেকে জ্ঞান গ্রহণ করছো। নলেজে সবসময় এইম অবজেক্ট থাকে। কিছু না কিছু প্রাপ্তির রাস্তা পাওয়া যায়। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো অসীম জগতের বাবার দ্বারা অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে হবে। তোমাদের কাছে কখনো কোনো নতুন জিজ্ঞাসু এলে তখন ফর্ম ভরতে ভয় পায়। তখন তাদেরকে বোঝাতে উচিৎ কারণ তারপরেও তোমাদের কাছে এসেছে তখন কোনো না কোনো বিচার (ভাবনাচিন্তা) মিলে যাওয়া উচিত । ওরা তো গরীব। তোমাদের কাছে তো অথরিটি আছে। হ্যাঁ, নম্বরের অনুক্রমে কেউ পুরোপুরি পাশ হয়ে যায়, কেউ কম। এ হলো নেশা, আমাদের কাছে প্রচুর জ্ঞানরত্ন আছে। জ্ঞান-সাগর কোনো মহলে তো থাকেন না। ঝুপড়িতে থাকেন। ঝুপড়িতে থাকা পছন্দ করেন। যখন কেউ বলে যে আমরা ফর্ম ভরবো না, তখন বলো -- আচ্ছা, নিজের নাম তো লিখবে ! আমি বড় বোনকে দেখাবো যে অমুকে এসেছিল। কিছু বোঝবার জন্যই তো এসেছো। আচ্ছা, নিজের নাম লেখো, লৌকিক পিতারও নাম লিখতে হবে, তারপর বোঝাতে হবে -- দু'জন বাবা রয়েছেন। এক হলেন লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলেন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা। যখন পিতা বলো তখন ওঁনার নাম তো লেখো। পরমপিতা যখন বলো তখন উনি হলেন সকলের পিতা। প্রত্যেকেরই লৌকিক এবং পারলৌকিক পিতা থাকে। ভক্তিমার্গে হয় দু'জন পিতা। সত্যযুগ-ত্রেতায় লৌকিক পিতা তো থাকে, পারলৌকিকের নামও নেবে না। বাচ্চারা, এ'সব কথা তোমাদেরকে বুঝে তারপর বোঝাতে হবে। কত সহজ কথা বোঝানো হয়ে থাকে। যাঁকে গডফাদার বলা হয়ে থাকে -- উনি হলেন পরলোকের অধিবাসী। বুদ্ধিতে আসে -- অবশ্যই সত্যযুগ-ত্রেতায় পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করি না। এখানে তো সকলেই স্মরণ করে। তাহলে বোঝাতে হবে লৌকিক বাবার নাম লেখো, এখন পারলৌকিক পিতারও নাম লেখো। সব জীব আত্মারা সেই পারলৌকিক পরমপিতাকে স্মরণ করে। তিনি হলেন অদ্বিতীয়। যেমন আত্মা হলো নিরাকার তেমনই তিনিও হলেন নিরাকার। ওঁনার তো কোন সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর নেই। ওঁনাকে সর্বব্যাপী বলতে পারা যায় না। লৌকিক পিতাকেও কখনো সর্বব্যাপী বলতে পারা যায় না। সর্বব্যাপী বললে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে কী? তাহলে পারলৌকিক পিতাকে সর্বব্যাপী কেন বলো? পারলৌকিক পিতাকে সকলে এত স্মরণ করে তাহলে অবশ্যই ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত । রচয়িতার থেকে রচনার উত্তরাধিকার তো চাই, তাই না ! এ'রকম নতুন নতুন কথা বোঝালে তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। তোমরা অনুভবের দ্বারা বলো -- ওই বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার যুক্তি বলা হয়ে থাকে। ওই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তোমরা জানো ভারত জীবনমুক্ত ছিল, এখন হলো জীবনবন্ধ। দুঃখ থেকে লিবারেট করেন বাবা-ই।

এই ত্রিমূর্তি সহ লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র অত্যন্ত ভালো। প্রত্যেকের কাছে থাকা উচিত। এর উপরে বোঝাও যে অবশ্যই এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিলেন, সত্যযুগের মালিক ছিলেন। স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই পারলৌকিক পিতা, স্বর্গের রচয়িতাই দিতে পারবেন। কোনো ফর্ম নাও যদি ভরে তাহলেও কিন্তু এ'কথা লেখানো সহজ। দু'জন বাবা আছেন, দুজনের থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ অথবা তাদের সন্তান ইত্যাদিদের জীবন কাহিনী তো নেই। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাকে ঝুড়ির মধ্যে করে নিয়ে গেছে, এই হয়েছে। আচ্ছা, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ

রাজত্ব কোথা থেকে পেয়েছে ? অবশ্যই আদি সনাতন দেবী- দেবতাদের রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে প্রথম স্থানে হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাদের এই স্বর্গের উত্তরাধিকার কে দিয়েছেন ? এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও বসে রয়েছেন, এ হলো উত্তরাধিকার লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর বৃক্ষে নিয়ে এসো, এখানে তপস্যা করছে -- রাজযোগের। এর দ্বারাই এই লক্ষ্মীনারায়ণে পরিণত হন। এ'কথা বোঝানো কত সহজ। লক্ষ্মী-নারায়ণের ভক্তদের বোঝানো অত্যন্ত সহজ। এখন ভিতরে কেউ এলে তখন কিছু না কিছু শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। তোমাদের মাধ্যমে এই গণিকা, ভীলনি (নিম্ন বর্ণের উপজাতি) ইত্যাদিদেরও উদ্ধার হবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এখন সেই শক্তি নেই। বাবা বুঝিয়েছেন -- তোমরা নিজের স্বামীকেও ভুঁ-ভুঁ(জ্ঞান দান) করতে থাকো। স্ত্রী নিজের স্বামীর কাছেও জিজ্ঞাসা করতে পারে -- তুমি নিজের লৌকিক পিতার নাম বলো। আচ্ছা, পারলৌকিক পিতার নাম বলো? যাঁকে তুমি প্রতিমুহূর্তে প্রতিজন্মে স্মরণ করো অবশ্যই ওঁনার কাছ থেকে অধিককিছু প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মীনারায়ণকে স্মরণ করলে তো কিছুই প্রাপ্ত হয় না।

বাবা এসে তোমাদের কতো সেবা করেন। না চাইতেই তোমাদের পড়ান। তিনি বলেন - এসো, তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাই। সকল মনোকামনা পূরণ করেন। নর-নারায়ণের চিত্রও রয়েছে, তাই না ! লক্ষ্মীর পূজা হয়। মনে করে লক্ষ্মীর থেকে সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে। এ'সব হলো ভক্তিমার্গের কথা। লক্ষ্মী(স্ত্রী) ধন কোথা থেকে নিয়ে আসবে? অবশ্যই তিনি স্বামীর থেকে পান। পূজারীরা তো এ'সব কিছুই বোঝেনা। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হবে। তোমরাও এখন বোঝো -- আগে আমরা কি করতাম ? কিছুই বুঝতাম না। এখন ভালোভাবে জেনে গেছি। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হয়, তখন সকালে তাঁকে দুধ পান করানো হয়, দোলনায় দোলানো হয়, রাতে আবার লুচি-ক্ষীর ইত্যাদি খাওয়ানো হয়। এখনই কি এত বড় হয়ে গেছে যে লুচি-ক্ষীর খাওয়ার মত উপযুক্ত হয়ে গেছে। এ'সব হলো বোঝার মতন কথা, তাই না ! তোমরা জানো এই রাধা-কৃষ্ণই আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যায়। শিববাবা এঁনাদের এই পদ দেন। শিবকে কখনো লুচি -ক্ষীর ইত্যাদি খাওয়ানো হয় না। ওঁনার উপর কেবল দুধ ঢালা হয়। এখন শিববাবা তো হলেন নিরাকার, যাঁর কোনো নাম-রুপ নেই, ওঁনার উপর দুধ ইত্যাদি ঢালার মানে কি? ওঁনাকে কিছুই খাওয়ানো হয় না। তিনি হলেন নিরাকার, তাই না! শ্রীকৃষ্ণের তো রুটি ইত্যাদি খাওয়ার জন্য মুখ রয়েছে। শিবের কাছে কিছুই দেওয়া হয় না। শঙ্করের কাছেও দেওয়া হয়, শিবের কাছে নয়। শঙ্করের তো তবুও আকারী রুপ আছে, তাই না ! দুজনেই তো এক হতে পারে না। বাবা এখন কত নলেজ দেন। এ হলো কত গুপ্ত কথা।

তোমরা গোপিকারা হলে শিববাবার। শিবকে আবার বালকও বলা হয়। এও শিববাবা জিজ্ঞাসা করে থাকেন, তোমরা শিবকে বালক কেন বানিয়েছো ? উত্তরাধিকার তো বালককে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমে যখন তোমরা বলিপ্রদত্ত হও তবেই শিববাবা বলিপ্রদত্ত হন। এও রয়েছে যে বাবা বাচ্চাদের উপর বলিপ্রদত্ত হয়ে যান কিন্তু বলেন, প্রথমে তোমাদের বলিপ্রদত্ত হতে হবে, তবেই আমি হবো। বলিপ্রদত্ত হওয়া অর্থাৎ ওঁনাকে নিজের সন্তান বানানো, ওঁনার পালনা করা। কত ওয়ান্ডারফুল কথা ! মাতারা রয়েছে, তাই না! পুরুষেরাও শিব-বালককে নিজের উত্তরাধিকারী করেন। শিববাবাকে জাদুকর বলা হয়ে থাকে, তাই না? লক্ষ্মী-নারায়ণ জাদুকর নয়। এ হলো বড় গুপ্ত কথা, বিরলই কেউ বুঝতে পারে। অপরোক্ষ ভাবেও বলে দেওয়া হয়। বাচ্চারা, তোমরা হলে অনুভাবী। বাবা সাক্ষাৎকার করেছেন, মাম্মা কোনও সাক্ষাৎকার করেননি তবুও মাম্মা সকলের আগে গেছেন। সকলের সাক্ষাৎকার তো হবে না। এমন তো অনেকের সাক্ষাৎকার হয়েছে, আজ তারা নেই। সাক্ষাৎকারের দ্বারা কোনো কানেকশন জোড়ে না। এ হলো ধারণ করা আর করানোর মিষ্টি কথা। জাদুকর(বাবা) হলেন নিপুণ বিনোদনকারী, তাই না ! জাদুকরেরা অতিব চতুর হন। কমলালেবু বের করে দেখায়, মাথা কেটে আবার জুড়ে দেয়। পূর্বে অনেক জাদু দেখানো হতো।

বাচ্চারা এখন জেনে গেছে বাবার মহিমা গায়ন করা হয়। তোমার লীলা অপার, তোমার গতি-মতি আলাদা। বাবা কত শ্রীমৎ দেন শ্রীমতের দ্বারা তোমাদের শ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত করছেন। শ্রী শ্রী বলা হয় নিরাকার শিববাবাকে। লক্ষ্মীনারায়ণকে এমন শ্রেষ্ঠ কে বানিয়েছেন ? অবশ্যই ওনাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ (সর্বশ্রেষ্ঠ) হবেন। বাবার থেকে আমরা এই বিদ্যা শিখে থাকি যে মানুষকে দেবতায় কিভাবে পরিণত করা যায়। এখন তোমরা সকল সীতা-রা রাবণের জেলে রয়েছো, শোক-বাটিকায় দুঃখ করছো। রাম-রাজ্যে কখনও শোক থাকে না। সেইজন্য যাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না? আমরা হলাম আত্মা এ'কথাও মানে। জিজ্ঞাসা করো তোমাদের লৌকিক পিতার নাম কি ? পারলৌকিক পিতার নাম কি ? বাবাকে সর্বব্যপী তো বলবেনা। বাবা মানে উত্তরাধিকার। অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন তা রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে সেইজন্য বলা হয়ে থাকে -- মায়াকে জয় করতে পারলে জগৎকে জয় করতে পারবে (মায়া জীতে জগতজিৎ)। মায়ার উপরে বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। মন হলো

তুফানী ঘোড়া। ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে খুব। বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন। তোমরা ঠিক আর ভুলকে বুঝতে পারো। তোমরা বোঝাতে পারো এখন এই দুনিয়া বদল হচ্ছে। অতি ভয়াবহ যুদ্ধ অবশ্যই লাগবে, তাতে সবকিছু বিনাশপ্রাপ্ত হবে। যাদবেরা মুষলের দ্বারা নিজেদের যাদব কুলেরই বিনাশ করে। পাণ্ডব কুলের বিজয় হবে। কিন্তু দেখানো হয়েছে ৫ পাণ্ডব বেঁচে গেছে, তারাও পাহাড়ে গিয়ে গলে গিয়ে মারা গেছে। তারপর কি হয়েছে? কিছুই না। রাজযোগ শেখানো হয়েছে তাহলে কিছু তো বাঁচবে। প্রলয় থোড়াই হয়! এইসমস্ত কথা এখন তোমরা জানো। দেখানো হয়ে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ সাগরে পাতার উপরে ভেসে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ তো গর্ভ-মহলে আসে। গর্ভ জেলে দুঃখ থাকে। সাগর হলো গর্ভমহল। অতি আরামে বসে থাকে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই গীতার জ্ঞান, ভাগবত ইত্যাদি শুনে এসেছো, ভক্তিমার্গে ধাক্কা খেয়ে এসেছো, এখন বাবা তোমাদের এক সেকেন্ডে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। একে ভবিতব্য বলা হয়, কিন্তু কিসের ভবিতব্য ? বলবে ড্রামার ভবিতব্য। পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা, তাই না ! মানুষ তো কেবল ভবিতব্য বলতে থাকে, বোঝে না কিছুই। সে'জন্য যখন কেউ আসে সর্বপ্রথমে এটা বলো যে দুজন পিতা আছে। পারলৌকিক বাবা যিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তিনি তো স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল। এখন তো নরক। পুনরায় উত্তরাধিকার নিতে পারো। আমরাও অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এই ভারত হলো ভগবানের জন্মভূমি। যেমন ইব্রাহিম, বুদ্ধ ইত্যাদিদের আপন জন্মভূমি রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা জানো বাবা এসেছেন, উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে দয়ালু হতে হবে। যেকোনো কাউকে এ'কথা বোঝানো অতি সহজ। পারলৌকিক পিতার পরিচয় দিতে হবে। পারলৌকিক ফাদার একবারই আসেন। ওঁনাকে স্মরণের মাধ্যমে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। অতি সহজ। এমন এমন কথা ভালোভাবে ধারণ করো আর বোঝাও। দান করো। পারলৌকিক পিতা স্বর্গের রাজত্ব দেন। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দিয়েছেন, তাই না ! এই সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী-নারায়ণের পিতা কে ? আমি তোমাদেরকে বলছি, স্বর্গের স্থপতি ফাদার এখন তাদেরকে স্বর্গের রাজত্ব দিচ্ছেন। এছাড়া আশীর্ব্বাদ দিয়ে কি করবেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) রাইট আর রং-কে(ঠিক আর ভুল) বুঝে বুদ্ধি বল এর দ্বারা মন-রূপী তুফানী ঘোড়াকে বশ করে মায়াজিৎ, জগতজিৎ হতে হবে। পরাজিত হওয়া চলবে না।

২) শিবকে বালক বানিয়ে ওঁনার পালনা করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে ওঁনাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাতে হবে। ওঁনার কাছে সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত হতে হবে।

বরদানঃ- উৎসাহ উদ্দীপনার দ্বারা বিঘ্নগুলিকে সমাপ্তকারী বাবার সমান সমীপ রত্ন ভব

বাচ্চাদের মধ্যে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে যে আমি বাবার সমান সমীপ রত্ন হয়ে সুপুত্র হওয়ার প্রমাণ দেবো -- এই উৎসাহ-উদ্দীপনাই হলো উড়ন্ত কলার আধার। এই উৎসাহ অনেক প্রকারের আসন্ন বিঘ্নকে সমাপ্ত করে সম্পন্ন হতে সহায়তা করে। এই উৎসাহ-উদ্দীপনার শুদ্ধ এবং দৃঢ় সঙ্কল্প বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিশালী শস্ত্র হয়ে যায়। সেইজন্য হৃদয়ে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার বা এই উড়ন্ত কলার সাধনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে।

স্লোগানঃ- যেমন তপস্বী সদা আসনে বসে থাকে তেমনই তোমরাও একরস অবস্থার আসনে বিরাজমান থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;